শিক্ষা কমিশন: হান্টার কমিশন ও স্যাডলার কমিশন

---

১. ভূমিকা (Introduction)

ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এর মধ্যে **হান্টার শিক্ষা কমিশন (১৮৮২)** এবং **স্যাডলার শিক্ষা কমিশন (১৯১৭–১৯)** বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই কমিশন ভারতের শিক্ষানীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছে—বিশেষত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে।

---

২. হান্টার শিক্ষা কমিশন (Hunter Education Commission, 1882)

২.১ প্রেক্ষাপট ও গঠন

- **১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে** ভাইসরয় লর্ড রিপনের সময়ে হান্টার শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়
- কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন **স্যার উইলিয়াম হান্টার**
- উদ্দেশ্য ছিল **১৮৫৪ সালের উডস ডেসপ্যাচের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা**

২.২ হান্টার কমিশনের উদ্দেশ্য

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা
- সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নির্ধারণ
- স্থানীয় সংস্থা ও পৌরসভার অংশগ্রহণ বাড়ানো

২.৩ হান্টার কমিশনের প্রধান সুপারিশ

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা

- প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব **স্থানীয় সংস্থা (পৌরসভা, জেলা বোর্ড)**–এর হাতে দেওয়া
- মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা
- গ্রামীণ শিক্ষার প্রসার

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা

- দুই ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষা—
  - সাহিত্যিক (Academic)
  - বৃত্তিমূলক (Vocational)
- সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করা

(গ) নারী ও মুসলিম শিক্ষা

- নারীশিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব
- মুসলিম শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি সহায়তা

২.৪ হান্টার কমিশনের গুরুত্ব

- প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করে
- বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা প্রবর্তন
- শিক্ষায় সরকারি একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ হ্রাস

২.৫ সীমাবদ্ধতা

- আর্থিক সহায়তার অভাব
- বাস্তবায়নে দুর্বলতা
- উচ্চশিক্ষা উপেক্ষিত

---

৩. স্যাডলার শিক্ষা কমিশন (Sadler Commission, 1917–1919)

৩.১ প্রেক্ষাপট ও গঠন

- **১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে** ব্রিটিশ সরকার স্যাডলার কমিশন গঠন করে
- কমিশনের সভাপতি ছিলেন **মাইকেল স্যাডলার**
- মূল উদ্দেশ্য ছিল **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সংস্কার**

৩.২ স্যাডলার কমিশনের উদ্দেশ্য

- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়ন
- মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সম্পর্ক বিশ্লেষণ
- শিক্ষাকে সামাজিক চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করা

৩.৩ স্যাডলার কমিশনের প্রধান সুপারিশ

(ক) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

- বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষাদান ও গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা
- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধি
- শিক্ষকের মানোন্নয়ন

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা

- মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন
- বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করা

(গ) শিক্ষা ও সমাজ

- শিক্ষা সমাজবিচ্ছিন্ন নয়
- স্থানীয় সংস্কৃতি ও চাহিদার সঙ্গে শিক্ষা সংযোগ

৩.৪ স্যাডলার কমিশনের গুরুত্ব

- আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন
- স্বায়ত্তশাসনের ধারণা শক্তিশালী
- গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত

৩.৫ সীমাবদ্ধতা

- সুপারিশ বাস্তবায়নে বিলম্ব
- উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধতা
- প্রাথমিক শিক্ষার উপর কম জোর

---

৪. হান্টার ও স্যাডলার কমিশনের তুলনামূলক আলোচনা

বিষয়	হান্টার কমিশন	স্যাডলার কমিশন
সময়কাল	১৮৮২	১৯১৭–১৯
প্রধান ক্ষেত্র	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা
দৃষ্টিভঙ্গি	বিকেন্দ্রীকরণ	স্বায়ত্তশাসন
গুরুত্ব	প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার	উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন

---

৫. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

হান্টার কমিশন শিক্ষার ভিত্তিস্তরকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে, আর স্যাডলার কমিশন উচ্চশিক্ষার গুণগত উন্নয়নে জোর দেয়। উভয় কমিশনই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

---

৬. উপসংহার (Conclusion)

হান্টার ও স্যাডলার শিক্ষা কমিশন ভারতীয় শিক্ষানীতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। একদিকে হান্টার কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণ করে, অন্যদিকে স্যাডলার কমিশন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে। এই দুই কমিশনের সুপারিশ ভারতীয় শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদি বিকাশে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. হান্টার শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও গুরুত্ব আলোচনা করো।
2. স্যাডলার শিক্ষা কমিশনের প্রধান সুপারিশসমূহ ব্যাখ্যা করো।
3. হান্টার ও স্যাডলার কমিশনের তুলনামূলক আলোচনা করো।

নিচে **উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নকে Broad / Long Answer (১০–১৫ নম্বর)** হিসেবে ধরে
বিশদ, বিশ্লেষণধর্মী ও পরীক্ষামুখী উত্তর প্রদান করা হলো—

---

১. হান্টার শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও গুরুত্ব আলোচনা করো।

উত্তর :
হান্টার শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে, ভাইসরয় লর্ড রিপনের শাসনকালে। এই কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১৮৫৪ সালের উডস ডেসপ্যাচের সুপারিশগুলি কতটা কার্যকর হয়েছে তা পর্যালোচনা করা এবং বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির পথ নির্দেশ করা। কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার উইলিয়াম হান্টার।

হান্টার কমিশনের অন্যতম প্রধান সুপারিশ ছিল **প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা**। পৌরসভা ও জেলা বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাতে শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন দুটি ধারার কথা বলে—একটি সাহিত্যিক বা সাধারণ শিক্ষা এবং অন্যটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি নারীশিক্ষা ও মুসলিম শিক্ষার প্রসারের উপরও কমিশন বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

গুরুত্বের দিক থেকে, হান্টার কমিশন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা প্রবর্তন করে এবং প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে সহায়ক হয়। যদিও অর্থাভাব ও দুর্বল

বাস্তবায়নের কারণে এর সব সুপারিশ সফল হয়নি, তবুও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে এই কমিশনের অবদান ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

---

২. স্যাডলার শিক্ষা কমিশনের প্রধান সুপারিশসমূহ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
স্যাডলার শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯১৯ সালে এর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন **মাইকেল স্যাডলার**। কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো, মান ও উদ্দেশ্য** পর্যালোচনা করা।

স্যাডলার কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান না রেখে **শিক্ষাদান ও গবেষণার কেন্দ্র** হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মান উন্নয়নের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি এবং পাঠক্রম আধুনিক করার উপর জোর দেওয়া হয়।

কমিশন মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্রের উপর গুরুত্ব দেয়। তাদের মতে, মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার সুপারিশ করা হয়।

এছাড়া স্যাডলার কমিশন **বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন** বৃদ্ধির পক্ষে মত দেয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমাজ ও জাতীয় চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। এই সুপারিশগুলি ভারতীয় উচ্চশিক্ষার আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

৩. হান্টার ও স্যাডলার শিক্ষা কমিশনের তুলনামূলক আলোচনা করো।

উত্তর :
হান্টার ও স্যাডলার শিক্ষা কমিশন—উভয়ই ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র ভিন্ন ছিল। হান্টার কমিশন প্রধানত **প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার** উপর গুরুত্ব দেয়, অন্যদিকে স্যাডলার কমিশন কেন্দ্রীভূত ছিল **বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার সংস্কার** নিয়ে।

হান্টার কমিশনের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার প্রসার ও বিকেন্দ্রীকরণ। প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থানীয় সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে শিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অপরদিকে

স্যাডলার কমিশনের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার **মানোন্নয়ন ও স্বায়ত্তশাসন**। এটি শিক্ষাকে সমাজের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করার উপর জোর দেয়।

দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে হান্টার কমিশন ছিল বাস্তব ও প্রশাসনিক, আর স্যাডলার কমিশন ছিল তুলনামূলকভাবে দার্শনিক ও গুণগত উন্নয়নমুখী। হান্টার কমিশন শিক্ষার ভিত্তিস্তরকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে, আর স্যাডলার কমিশন উচ্চশিক্ষাকে আধুনিক ও গবেষণাভিত্তিক রূপ দিতে উদ্যোগী হয়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, **হান্টার কমিশন শিক্ষার বিস্তারে** এবং **স্যাডলার কমিশন শিক্ষার উৎকর্ষে** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই দুই কমিশনের সম্মিলিত প্রভাব ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত ও গুণগত বিকাশে সহায়ক হয়েছে।